প্রবন্ধ

সবক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে ঈমান-আক্বিদা

কাজী মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী

একজন মুসলমানের জীবনে সবক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই পার্থিব জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এমন কোন কর্মকাণ্ডে একজন মুসলমানের নিজেকে জড়ানোর সুযোগ নেই, যদ্দারা ঈমান-আক্বিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমানের ইবাদত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, সদকা-খায়রাত, দান-অনুদান, সাহায্য সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচা-কেনা, লেন-দেন, বিচার-আচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন কোন কর্মকাণ্ডে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়ানো বা পরোক্ষ সমর্থন দানের সুযোগ নেই, যাতে ঈমান আক্বিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এতে করে বৈষয়িক সাময়িক লাভ হবে মনে করা হলেও পরকালীন দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হতেই হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু, এতদবিষয়ে যাদের বেশী সজাগ ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তারাই নিজের অজান্তে, অথবা অজ্ঞতাবশত: বা উদাসীনতার কারণে বা ইচ্ছেকৃত ভাবে বৈষয়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে উভয় জগতে চূড়ান্ত মুক্তি ও শান্তির চাবিকাঠি ঈমান-আক্বিদার বিষয়ে অনেকে শৈথিল্য প্রদর্শন করে চলেছে, এটি বড়ই দুঃখজনক, আত্মঘাতী ও জঘন্য স্বার্থবিরোধী অবস্থান।

ক্বোরআন-সুন্নাহ্ এর অকাট্য দলীল প্রমাণের আলোকে, ইসলামের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ও বাস্তবতার নিরিখে সর্বোপরি বাতিল সম্প্রদায়গুলোর কোন কোন দল নিজেদের ভ্রান্তি লুকানোর অভিপ্রায়ে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী দাবী করার ভিত্তিতে বলা যায় -ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা হলো সুন্নীমতাদর্শ। এ আদর্শের প্রকৃত অনুসারী সুন্নী মুসলমানদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই কাজ করতে হবে। অন্যথায় অবশ্যই নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের মতই পরিণতি হবে। সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়টি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই এ বিষয়ে সম্মানিত পাঠক সমাজের উদ্দেশে দু-চার কথা পেশ করছি।

ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানকে নামায-এর জরুরি মসায়েল শিখতে হবে। নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যার পেছনে ইকতেদা করা হবে, তাঁর আক্বিদার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে। কারণ ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী ইমামের পেছনে ইকতেদা নাজায়েয ও অবৈধ। বিষয় হলো ফাসিক দু'প্রকার ১. আমলী ফাসেক ২. আক্বিদাগত ফাসেক। ফিকহ শাস্ত্রের ফয়সালা হলো -আমলী ফাসেকের পেছনে ইকতেদা মাকরূহে তাহরীমী। আর আক্বিদাগত ফাসেকের পেছনে ইকতেদা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিষয়টি বুঝার জন্য নিম্নে একটি হাদীস শরীফ পেশ করা হলো:

عن السائب بن خلاء وهو رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال قال ان رجلا ام قوما فيصق فى القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلى لكم فاراد بعد ذالك ان يصلى لهم فمنعوه فاخبروه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك قد اذيت الله ورسوله-

হযরত ছায়ে ইবনে খাল্লাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা কেরামের অন্যতম। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিছু মুসল্লির ইমামত করলেন। অতঃপর ঐ ইমাম কেবলার দিকে থুথু ফেললেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ করছিলেন। ঐ ইমাম যখন নামায শেষ করলেন তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিদের উদ্দেশে ইরশাদ করলেন এই ইমাম যেন ভবিষ্যতে তোমাদের নিয়ে নামায না পড়ে। অর্থাৎ এর পেছনে তোমরা আর ইকতেদা কর না। অতঃপর ঐ ব্যক্তি আবার ইমামত করতে চাইলে মুসল্লিগণ তাঁকে বাঁধা দিলেন এবং রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। অর্থাৎ তাঁর পেছনে ইকতেদা করতে যে নিষেধ করা হয়েছে তা তাঁকে জানালেন। যখন ঐ ইমাম সাহেব গিয়ে বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি ইরশাদ করলেন- হ্যাঁ (আমি নিষেধ করেছি, তোমার পেছনে যেন তারা নামায না পড়ে।) হযরত ছায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন

আমি ধারণা করছি যে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ ইমাম সাহেবকে বলেছেন নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ।

[মিশকাত শরীফ, বা'বুল মাছাজিদ, পৃ.৭১]

আলোচ্য হাদিসের মূল বিষয়ের দিকে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে যিনি ইমামত করেছেন তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। মুক্তাদিগণও সকলে সম্মানিত সাহাবী। কারণ ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনেই হয়েছে। নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব অজান্তে কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করেছেন। এটি আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়ার মত জঘন্য বিষয় হিসেবে বর্ণনা করলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর যেসব সাহাবা কেরাম ঐ ইমামের পেছনে ইকতেদা করেছিলেন, তাদের ভবিষ্যতে তাঁর পিছনে ইকতেদা করে নামায না পড়তে স্পষ্টভাষায় নিষেধ করলেন স্বয়ং রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও পরবর্তী তাঁর পেছনে ইকতেদা করলেন না এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। যেহেতু তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তিনি কাল বিলম্ব না করে এ বিষয়ে জানতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন এবং নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে অবহিত হলেন। অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি নিজেকে শোধরিয়ে নিয়েছেন।

এতে করে প্রমাণিত হলো আল্লাহ্-রাসূলের মহান মর্যাদায় সামান্যতম আঘাত হয় বা কোন উক্তি বা কর্ম তাঁদের কষ্টের কারণ হয়, এমন অপরাধে দায়ী ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায পড়া হারাম ও নিষিদ্ধ। এরই আলোকে বলতে চাই- আজকে যেসব আলেম নিম্ন বর্ণিত জঘন্য মানহানিকর উক্তি ও আক্বিদা-বিশ্বাস পোষণ করে তাদের পেছনেও একই ভাবে ইকতেদা করে নামায আদায় নিঃসন্দেহে হারাম হবে।

এক. আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন, ওয়াদা খেলাফও করতে পারেন-(ভিত্তিহীন প্রশ্নাবলীর মূলোৎপাটন কৃতঃ মৌং আহমদ শফি- আমির, হেফাজতে ইসলাম)।

দুই. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেয়ালের পেছনের খবরও জানেন না। (বারাহীনে ক্বাতেয়া কৃতঃ খলীল আহমদ আম্বিটভী)।

তিন. রাসূলের যে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান আছে, তেমন অদৃশ্য জ্ঞান, যায়েদ , আমর, ছোটশিশু, পাগল ও সকল জানোয়ারেরও আছে। (হিফযুল ঈমান কৃতঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী)

চার. নবীগণ উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন জ্ঞানের দিক থেকে। বাকী আমলের ক্ষেত্রে উম্মত কখনো নবীর সমান হয়ে যায়, বরং নবী থেকে এগিয়ে যায়। (তাহযীরুন্নাছ কৃতঃ মৌং কাছেম নাতুতভী)

পাঁচ. নামাযে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল করা গরু গাধার খেয়ালের চেয়েও শতগুণ নিকৃষ্ট। (ছেরাতে মুস্তাকীম কৃতঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী)

ছয়. নবী পরের কল্যাণ অকল্যাণ তো দূরে, নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ করতেও অক্ষম। (লন্ডনের ভাষণ কৃতঃ মৌং আবুল আলা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা জামাতে ইসলামী)

সাত. তিনি না অতিমানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। (লন্ডনের ভাষণ)

এ ধরণের আরো অনেক জঘন্য আক্বিদা-বিশ্বাস পোষণকারী আলেমগণ আজকে বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আলোচ্য হাদিসের আলোকে তার পেছনে নামায পড়া কোন ভাবেই জায়েয ও বৈধ হতে পারে না। অজান্তে কেবলার দিকে থুথু ফেললে যদি তার পেছনে নামায নিষিদ্ধ হয়। যারা জেনে শুনে উপরিউক্ত জঘন্য আক্বিদা পোষণ করে তাদের পেছনে বৈধ হবার তো প্রশ্নই আসে না। সুন্নী মুসলমানদের প্রতি আহ্বান নিজেদের মসজিদগুলোকে বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী ইমাম, খতিব ও মুয়াযযিন থেকে পবিত্র রাখতে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। ইমামের সুললিত কণ্ঠ, আকর্ষণীয় বক্তব্য, সুন্দর উপস্থাপনা, মুখস্থ খুৎবাপাঠ, বিনয় আচরণ ইত্যাদিতে মুগ্ধ হবার আগে মৌলিক বিষয় আক্বিদা-বিশ্বাস যাচাই করা দরকার। পবিত্র রমজান শরীফে মসজিদে হাফেজ নিয়োগের বেলায়ও একইভাবে সর্বপ্রথম আক্বিদা যাচাই করুন। তারপর পছন্দের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনুন।

পবিত্র হজ্ব পালনে কোন ধরনের আলেমের তত্ত্বাবধানে যাচ্ছেন সেটা যাচাই করুন বা কোন আক্বিদার আলেম বা ব্যক্তিকে বদলীহজ্বে পাঠাচ্ছেন সেটা ভালভাবে যাচাই বাছাই করা দরকার। অভিজ্ঞ সুন্নী আলেমদের তত্ত্বাবধানে থাকলে হজ্বের সফর বরকতপূর্ণ ও সফল হবে নিঃসন্দেহে। আপনার যাকাত যে ব্যক্তিকে বা মাদরাসায় দিচ্ছেন, ঐ

ব্যক্তি বা মাদরাসা কোন আক্বিদার উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভালভাবে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার যাতে আপনার প্রদত্ত যাকাত আল্লাহ্-রাসূল এর শানে অবমাননাকারী তৈরিতে যেন খরচ না হয়। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত করাচ্ছে তাদের পেছনে যেন ব্যয় না হয়। যাকাত দানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা যে কোন হীন স্বার্থকে পরিহার করে আল্লাহ-রাসূল-এর সন্তুষ্টি লাভে তাঁদের নির্দেশিত পন্থায় আদায় করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাতিলপন্থী ধনী শ্রেণী ঠিকই সচেতন। দুঃখ, সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির ধনীদের নিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাতিলদের ঈমান বিধংসী আক্বিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও তাদের প্রতিষ্ঠানের বিশালতা ইত্যাদির কারণে সুন্নী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বাতিলদের মাদরাসায় বিশাল অংকের যাকাত দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সুন্নী ওলামায়ে কেরামকে ভূমিকা পালন করতে হবে সচেতনতার সাথে।

জিহাদ একটি বহুমাত্রিক শব্দ। আল্লাহ্র দ্বীনের স্বার্থে নিজেদের জান-মাল, মেধা-বুদ্ধি ব্যয় করার নাম জিহাদ। শুধু হাতিয়ার দিয়ে প্রতিপক্ষ কাফির-মুশরিককে হত্যার মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়। জিহাদ কখন, কার বিরুদ্ধে, কোন অবস্থায় ইত্যাদি বিবেচনা না করে হীনস্বার্থে মুসলমানদের উত্তেজিত করে রক্তপাত-খুন-খারাবির নাম জিহাদ নয় বরং জিহাদের নামে সন্ত্রাস। আজকে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে এ ধরনের লাগামহীন জিহাদ মুসলমানদেরকেই ধ্বংস করে চলেছে। আমাদের দেশেও এধনের উগ্রপন্থীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলই নেপথ্যে কাজ করছে নিঃসন্দেহে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা, আমল-আখলাক, শিক্ষা-সংস্কৃতি দুরস্ত করার পেছনে অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই হবে উত্তম জিহাদ। মসজিদে, মাহফিলে, ঈদের জামাতে, জনসমাজে আত্মঘাতী বোমা হামলা কোনভাবেই ইসলামী জিহাদ হতে পারে না। ইসলাম কোন অবস্থাতেই আত্মহত্যার অনুমতি দেয়নি। এ ধরনের বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের দালিলিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন। নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিশ্চিত আত্মহত্যার মত বিষয় কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। যারা এ ধরনের কার্যক্রমকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে তাদেরকে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ ক্বোরআন-হাদীস থেকে পেশ করতে বলুন, বাধ্য করুন। অন্যথায় এর বিপক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসুন।

সদকা-খায়রাত, দান-অনুদান ও সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ঈমান আক্বিদার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ আপনার সহযোগিতা যেন আল্লাহ-রাসূলের বিপক্ষে ব্যয় না হয়- এটাই সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে। আপনি আল্লাহ-রাসূলের মেহেরবানীতে সম্পদশালী হয়েছেন বিধায় তাঁদের সন্তুষ্টির পথে আপনাকে ব্যয় করতে হবে। তবে যদি আপনার দান-অনুদানের ফলে অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়, বাতিল আক্বিদাপন্থী যদি সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে বা আপনি ঐধরনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় কোনভাবে আপনার সম্পদ দ্বারা যেন খোদাদ্রোহী-নবীবিদ্বেষী ও বাতিল সম্প্রদায় উপকৃত না হয়, সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি হাদীস শরীফ পেশ করছি।

এক. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদআতীকে সম্মান বা সাহায্য করবে, সে নিঃসন্দেহে ইসলাম ধ্বংসের কাজে সাহায্য করল।

[মিশকাত শরীফ]

উল্লেখ্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে যত দলমত আছে, সবই হচ্ছে আসল বেদআতী।

দুই.

حدثنى المسيب بن واضح قال سمعت على بن بكار يقول كان ابن عون يبعث الى بالمال افرقه فى سبيل الله فيقول لا تعط قدريا-

ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবি আছিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমাকে মুছাইয়্যাব ইবনে ওয়াযেহ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী ইবনে বাক্কার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে বলতে শুনেছি যে, ইবনু আউস আমার নিকট সদকার মাল প্রেরণ করতেন, আমি ওইগুলো আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করতাম। অতঃপর তিনি বলতেন- এ মাল থেকে কদরীকে (যারা তাকদীর অস্বীকার করে) দিওনা।

[আসসুন্নাহ্ কৃত: ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবি আছিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ওফাত ২৮৭ হিজরি, পৃষ্ঠা ৪৯]

উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাসে তকদির (অদৃষ্টের ভাল-মন্দ) অস্বীকারকারী এক ভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিল। তাদেরকে সদকার মাল না দেয়ার বিষয় উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত

হয়েছে। কারণ তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলো না। অনুরূপভাবে প্রথম হাদীস বেদআতীকে সম্মান ও সাহায্য করলে তা ইসলামকে ধ্বংস করার সাহায্য করা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বাস্তবতা আজকে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে দৃশ্যমান। দেশের ওহাবী খারেজী মাদরাসাগুলো মুসলমানদের আর্থিক সাহায্যেই পরিচালিত। ঐসব মাদরাসার ছাত্রদেরই শ্লোগান ছিল "আমরা হব তালেবান বাংলা হবে আফগান"। চট্টগ্রাম শহরের অনেক দেয়ালের চুনা ঘষলে ঐ শিরোনামের চিকা এখনো বেরিয়ে আসবে। সাম্প্রতিক কালে তারা যা করছে তা নাস্তিক্যবাদের বিরোধীতার শ্লোগান থাকলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ভিন্ন। সচেতন মহলের এটা বুঝতে বাকী নেই তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অতএব, সুন্নী দানশীল ব্যক্তিদের নিকট আবেদন- ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই দান-সদকা করুন। উপরিউক্ত হাদীসগুলোর আলোকে এগিয়ে আসুন। বাতিলপন্থীদের অপতৎপরতা নাগালের বাইরে চলে গেলে তখন কিছুই করার থাকবে না। রাজনৈতিক স্বার্থে কোন বাতিলের প্রতি সুন্নীদের নমনীয় হবার কোন সুযোগ নেই। প্রকৃত মুসলমানের কাছে ঈমান আক্বিদাই মূলধন। রাজনীতিও ঈমান আক্বিদার স্বার্থেই হতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে বাতিলপন্থীদের প্রতি নমনীয়তা সুন্নীর জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপ।

ঈমান-আক্বিদার উপাদান সম্বলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে সুন্নী মুসলমানদের কর্ম তৎপরতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় একাধিক বাতিলপন্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে মোকাবিলা করা বাস্তবেই কঠিন। দেশের প্রতিটি জেলায় বাতিলপন্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যঙ এর ছাতার মত গড়ে উঠেছে। এর মোকাবিলায় সুন্নীদের প্রতিষ্ঠানিক অবস্থান নিজেদের চার-পাশে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আশুরা-শোহাদা-এ কারবালা, ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম ফাতেহা-এ ইয়াযদাহুম, মে'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, শবে বরাত, শবে কদর, দুই ঈদ, আউলিয়া কেরামের ওরস শরীফ ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ক্ষেত্র হতে পারে। ওরস মাহফিলগুলোকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে না রেখে সংশ্লিষ্ট ভক্ত অনুরক্তদের ঈমান-আক্বিদা, আমলসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে রূপান্তর করা সময়ের দাবী। পরিপার্শ্বিক ভয়াবহ অবস্থারি নিরেখে। পরিবর্তন আনার বিকল্প নেই।

ইসলামের স্বার্থে রাজনীতি ও রাজনীতির স্বার্থে ইসলাম

মুসলমানগণ ক্বোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কেয়াসের ভিত্তিতে ইসলামী রজনীতির চর্চা করতে পারলে আজ মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী বিরাজমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত না বলে আমরা শতভাগ নিশ্চিত। অর্থাৎ মুসলমানদের রাজনীতি হতে হবে ইসলামের স্বার্থে। কিন্তু সে বাস্তবতা আজ সর্বত্র অনুপস্থিত। এ ব্যর্থতা ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সংক্ষেপে বললে আজকে অধিকাংশক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই তো সংশ্লিষ্টরা সাফল্যের মুখ দেখতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কখনো সাফল্য আসবেই না। ইসলামী রাজনীতির কথা বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদার বিষয়ে চরম শৈথিল্য প্রদর্শনই ব্যর্থতার মূল কারণ। ইসলামের স্বার্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের পেছনে যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবানী, তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কখনো সফল হওয়া সম্ভব নয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর পর বিশ্বব্যাপী ইসলাম এর প্রচার-প্রসারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন গাউস, কুতুব, অলি, আবদাল ও "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের" হক্কানী ওলামা-মশায়েখ। পরবর্তী সময়ে ইসলামের চিরশত্রুদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফলে এমন সব দল মতের আবির্ভাব ঘটলো, যার বাহ্যিক দিক ইসলাম মনে হলেও মূলত এসবের সাথে ইসলামের মৌলিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। যুগে যুগে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি ইসলামের নামধারী দলমতগুলোকেই নেপথ্যে সহযোগিতা দিয়ে একদিকে মুসলমানদের সুদৃঢ় ইস্পাতকঠিন ঐক্যকে খান-খান করে দিয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে দিয়ে এমন সব জঘন্য আক্বিদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে ইসলামের মূল ঈমানীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এদেশে যাঁরা ইসলামের বাণী প্রচার করে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুসলমান বানিয়েছেন, আজ তাদের অনেকের উত্তরসূরিগণ ঐ ইসলাম প্রচারকদের মাজার শরীফে বোমা ফাটাচ্ছে। সুযোগ পেলে মাজার শরীফ ভেঙ্গে দিচ্ছে। লিবিয়া, সিরিয়া ও মালিতে এমন জঘন্য বর্বরতার ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরো বেশি ঘটবে না, তা

বলার সুযোগ নেই। ঈমান আক্বিদা নষ্ট হয়ে পড়লে অবস্থা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এসব ভ্রান্ত দল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে সবসময় ব্যবহৃত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। ব্রিটিশাসনের অবসানের পর উপমহাদেশে ইসলামী রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পেলেও রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ঠিকই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব ভ্রান্ত দল ইসলামী রাজনীতির ধারে কাছে নেই। এমন বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হঠাৎ কারো পক্ষ নিয়ে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ সুগম করে। ইতোপূর্বে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর যারাই বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় এসেছে, তাদের কেউ ইসলামী রাজনীতির সাথে দূরবর্তী সম্পর্কও রাখেনি। কিন্তু ভ্রান্ত মতবাদী ইসলাম নামধারী রাজনৈতিক দলগুলো কোন সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, আবার কোন সময় বৈষয়িক স্বার্থে "ইসলাম চলে যাচ্ছে" বলে দেশব্যাপী ধোঁয়া তুলে। এটাই হলো রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করা। কথা হলো ঈমানদার মুসলমান জীবিত থাকলে ইসলাম কেমনে চলে যায়?

এসব বাতিলপন্থীদের মূল লক্ষ্য ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হলে প্রথমে এদেশের ওলামা মাশায়েখের ঐক্য গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা চালাত। সেটা না করে একই মতাদর্শের মোল্লারা এ দেশে দু'ডজনের মত বিভিন্ন নামে "ইসলামী দল" সৃষ্টি করে রেখেছে। ওহাবীদের রাজনৈতিক দলগুলোই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এসব বিষয়কে সহজভাবে না দেখে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানাই সুন্নী ওলামা মাশায়েখ ও সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমানদেরকে। বর্তমানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এতে সুন্নী মুসলমানদের আর সামান্য সময়ও নষ্ট করার সুযোগ নেই। দেশব্যাপী নিজেদের মজবুত সাংগঠনিক অবস্থান গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশংকাই বৃদ্ধি পাবে। শেষ কথা হলো মুসলমানদের রাজনীতি হতে হবে ইসলামের স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের দোহাই দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কখনোই আসবে না। সুন্নী মুসলমানদের এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

লেখক: *ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক ও গবেষক*

প্রকাশিত হয়েছে-

লা-মাযহাবী আহলে হাদীসের খণ্ডনে আহলে সুন্নাতের লিখনী পড়ুন, 'হাদীসের আলোকে হানাফীদের ঈদের নামায'।

লেখক: শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী।